

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৬ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

ওয়েবসাইট : <http://www.du.ac.bd> (DU Barta)

২ বৈশাখ ১৪২৯, ১৫ এপ্রিল ২০২২

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে উপাচার্যের শুভেচ্ছা



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বাংলা নববর্ষ-১৪২৯ উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

এ উপলক্ষ্যে তিনি সকলের সুখ, শান্তি, আনন্দ, সমৃদ্ধি ও অনাবিল মঙ্গল কামনা করেন। এক শুভেচ্ছা বাণীতে উপাচার্য বলেন, বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ ও চিরন্তন প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ। আবহমান কাল থেকে বাঙালি জাতি নিজস্ব ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, রীতি-নীতি ও বর্ণাঢ্য আয়োজনের মাধ্যমে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন করে আসছে। বাংলা নববর্ষের উৎসব একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক উৎসব। এর সাথে রয়েছে আদিবাসী জনগোষ্ঠীসহ বাংলাদেশের সকল নৃ-গোষ্ঠীর নিবিড় সম্পর্ক। পহেলা বৈশাখ সকল ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি, পেশা ও বয়সের মানুষের মাঝে নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটায়। নববর্ষের প্রেরণায় বাঙালির মাঝে উদার মানবিক মূল্যবোধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা নতুনভাবে জাগ্রত হয়, মানুষে মানুষে গড়ে ওঠে সাম্য, সৌহার্দ্য ও সম্মতি। উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, অতীতের গ্লানি, দুঃখ, জরা মুছে অসুন্দর ও অশুভকে পেছনে ফেলে নতুন কেতন উড়িয়ে বাংলা নববর্ষ-১৪২৯ সকলের জীবনে আরও সমৃদ্ধি বয়ে আনবে। ৪র্থ শিল্পবিপ্লব প্রসূত সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ সকল ক্ষেত্রে নতুন নতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশ নবউদ্যোগে আরও এগিয়ে যাবে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সফল হবে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান আরও বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ব্যবসা, বাণিজ্য, অর্থনীতিসহ সর্বক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি ও সাফল্য অর্জন করে বিশ্ববাসীর কাছে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। সাফল্য, উন্নয়ন ও অগ্রগতির এই ধারা নতুন বছরেও অব্যাহত থাকবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ



সাবেক রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ-এর মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ১৯ মার্চ ২০২২ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ছিলেন একজন বিজ্ঞ ও সফল আইনজীবী, প্রধান বিচারপতি এবং রাষ্ট্রপতি। তিনি ছিলেন প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক চেতনার সরল মনের একজন অসাধারণ গুণী ব্যক্তি। জাতির এক বিশেষ ক্রান্তিকালে দেশের গণতন্ত্রায়নে ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় তিনি অসামান্য ভূমিকা রেখেছেন। অত্যন্ত সততা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সাথে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করে তিনি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জাতির কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে সর্বস্তরের মানুষের ভালোবাসা ও সম্মান লাভ করেন। তাঁর মৃত্যুতে জাতির এক অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হলো।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। উল্লেখ্য, বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ গত ১৯ মার্চ ২০২২ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর।

ঢাবি-এ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে গত ২৬ মার্চ ২০২২ সকাল ৬টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কেন্দ্রীয় ভবন ও আবাসিক হলে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষ থেকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। পরে উপাচার্যের নেতৃত্বে ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতেও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। এসময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ,

রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানীসহ শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। দিবসটি উপলক্ষ্যে সকাল ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের সন্মানদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। এছাড়া, শহিদদের আত্মার মাগফেরাত/শান্তি কামনায় বাদ জোহর মসজিদুল জামিয়ায় বিশেষ মোনাজাত এবং বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে কার্জন হল ও টিএসসিতে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপিত



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে বিন্দু শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এসময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এবং শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে গত ১৭ মার্চ ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২২ উদ্‌যাপিত হয়েছে। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। কর্মসূচির মধ্যে ছিল— বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, সঙ্গীতানুষ্ঠান প্রভৃতি। দিবসটি উপলক্ষ্যে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ সকালে ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর চত্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এছাড়া, চারুকলা অনুষদের উদ্যোগে সকালে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের ক্যাফেটেরিয়ায় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৩টি গ্রুপে এই প্রতিযোগিতায় ঢাকা

ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজ, উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়, নীলক্ষেত উচ্চ বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকার শিশুরা অংশগ্রহণ করে। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। পরে তিনি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা পরিদর্শন করেন। এসময় চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেন ও প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী সহ শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। দিবসটি উপলক্ষ্যে বাদ জোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিয়ায় দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় এবং আবাসিক হল ও হোস্টেলের মসজিদ ও উপাসনালয়ে দোয়া, প্রার্থনা এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া, সন্ধ্যা ৬:৩০টায় সংগীত বিভাগের উদ্যোগে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

‘গণহত্যা দিবস’ পালিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির যৌথ উদ্যোগে গত ২৫ মার্চ ২০২২ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাত্রি স্মরণে ‘গণহত্যা দিবস’ পালন করা হয়েছে।

এ উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল: স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে সন্ধ্যা ৭টায় মোমবাতি প্রজ্জ্বলন, ৭টা ৫ মিনিটে ডকুমেন্টারি প্রদর্শন এবং ৭টা ২০ মিনিটে আলোচনা সভা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতির সভাপতি শেখ মোহাম্মদ সরোয়ার মোর্শেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কারিগরি কর্মচারী সমিতির সভাপতি মো. মোশারফ হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৪র্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মো. মোবারক হোসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শহিদ পরিবার কল্যাণ সমিতির সভাপতি হাজী মো. মিল্লত আলী। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার। এ সময় প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানীসহ বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। (দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)

২৪জন গবেষকের পিএইচ.ডি. এবং ২৫জনের এম.ফিল ডিগ্রি অর্জন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্প্রতি ২৪জন গবেষক পিএইচ.ডি এবং ২৫জন এম.ফিল ডিগ্রি অর্জন করেছেন। গত ২৭ মার্চ ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সিডিকেটের এক সভায় তাদের এসব ডিগ্রি প্রদান করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সভায় সভাপতিত্ব করেন। পিএইচ.ডি. ডিগ্রি প্রাপ্তরা হলেন- বাংলা বিভাগের অধীনে জান্নাতুল ফেরদৌস, তানিয়া তাসনিম, ইংরেজি বিভাগের অধীনে মাফরুহা ফেরদৌস, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ, মুহাম্মদ খাইরুল ইসলাম, ফাতেহা বেগম, মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, মো. ওমর ফারুক, আরবী বিভাগের অধীনে মো. মাহফুজুল করিম, তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধীনে ফারজানা সুলতানা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে বি এম সাজ্জাদ হোসেন, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে মো. সাহেব আলী, ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের অধীনে মো. তারিক হোসেন, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের অধীনে মো. আহসান হাবীব, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধীনে রামকৃষ্ণ নাথ, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে রউফ আহমেদ ভূঁইয়া, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধীনে ফারিয়া খাতুন, অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের অধীনে মেহেদী মাহমুদুল হাসান, অতুন সাহা, ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধীনে মাকসুদা হোসেন, ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধীনে শারমিন আফরিন, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে শিপ্রা সরকার, ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের অধীনে ফারহিন হাসান এবং সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে অনুরাধা বর্ধন।

এম.ফিল ডিগ্রি প্রাপ্তরা হলেন- বাংলা বিভাগের অধীনে মশিউর রহমান, ইতিহাস বিভাগের অধীনে উম্মে হাবিবা ইয়াছমিন, সালমা খান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে আবুল খায়ের, নাজমুল হাসান, মো. আবু বকর ছিদ্দিক, মো. হেলাল উদ্দিন, আরবী বিভাগের অধীনে মুহাম্মদ মহসিন, হেলাল উদ্দিন, মুহাম্মদ সাইদুর রহমান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীনে তাসলিমা খাতুন, সংস্কৃত বিভাগের অধীনে সোমা দে, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের অধীনে শাহানা পারভীন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে মোসা: আয়েশা খাতুন, শাহাজাদী খানম, রায়হানা শারমিন, ইসলাম-উন-নিসা, যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগের অধীনে সৈয়দা আছিয়া আক্তার, রসায়ন বিভাগের অধীনে তৌশিবা জিন্নাত, এডুকেশনাল (দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)

‘গণহত্যা দিবস’ পালিত



(১ম পৃষ্ঠার পর) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান আন্তর্জাতিক আদালতে ২৫ মার্চের গণহত্যার বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করে বলেন, ভবিষ্যতে যাতে কোন দেশ এধরনের নৃশংস গণহত্যা চালানোর সাহস না পায়। ২৫ মার্চকে আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য তিনি বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ধর্মের দোহাই দিয়ে তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সৈদিন নিরস্ত্র বাঙালি জাতির ওপর গণহত্যা চালিয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ছিল গণহত্যার মূল কেন্দ্র। জগন্নাথ হল, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল (তৎকালীন ইকবাল হল), রোকেয়া হল, এস এম হল, শহীদুল্লাহ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্থাপনা পাকিস্তানিদের বর্বর আক্রমণের শিকার হয়েছিলো। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ওপর এমন নৃশংস গণহত্যার নজির নেই। এই গণহত্যা ছিল পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক, বিকৃত ও কলুষিত চিন্তার বহিঃপ্রকাশ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবসহ ১৯৭৫ সালের ১৫

আগস্টের সকল শহিদ, ২৫ মার্চের শহিদ ও মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদের অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে উপাচার্য বলেন, জাতির পিতার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে অসাম্প্রদায়িক, মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন উন্নত বাংলাদেশ গড়তে পারলেই শহিদদের রক্তের ঋণ শোধ করা সম্ভব হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সর্বদা জাহ্নত থাকার জন্য তিনি তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানান। গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে সন্ধ্যা ৬:৩০টায় কলাভবন প্রাঙ্গণস্থ ঐতিহাসিক বটতলায় ‘আমরা একাত্তর’-এর উদ্যোগে স্মৃতি সন্ধ্যা আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, দিবসটি উপলক্ষ্যে রাত ৯টা থেকে ৯:০১টা পর্যন্ত জরুরি স্থাপনা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল জায়গায় প্রতীকী ‘ব্লাক-আউট’ কর্মসূচি পালন করা হয়। বা’দ জুম্মা মসজিদুল জামিয়াসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকার মসজিদসমূহে এবং অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে শহিদদের রুহের মাগফেরাত/শান্তি কামনায় বিশেষ মোনাজাত/প্রার্থনা করা হয়।



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অমর একুশে হলের বিতর্কিকদের সংগঠন একুশে ডিবেটিং ক্লাবের উদ্যোগে ১০ম ভাষা দিবস আন্তঃক্লাব বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সুফিয়া কামাল ডিবেটিং ক্লাব ও রানাসআপ হয়েছে এফ রহমান ডিবেটিং ক্লাব। সারাদেশ থেকে ৩২টি দল এতে অংশ নেয়। গত ১৯ মার্চ হল মিলনায়তনে এ বিতর্ক প্রতিযোগিতার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে সম্মাননীয় অতিথি ছিলেন বাংলা একাডেমির সভাপতি সেলিনা হোসেন এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন অমর একুশে হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. ইসতিয়াক এম সৈয়দ।

আবৃত্তিকার হাসান আরিফ-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ



সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক ও বিশিষ্ট আবৃত্তিকার হাসান আরিফ-এর মৃত্যুতে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। গত ১ এপ্রিল ২০২২ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, হাসান আরিফ ছিলেন অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন সৃজনশীল চিন্তার একজন আবৃত্তিকার, সংগঠক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনসহ দেশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। আবৃত্তিচর্চা, আবৃত্তি প্রশিক্ষণ ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অনন্য অবদানের জন্য হাসান আরিফ স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। উল্লেখ্য, হাসান আরিফ গত ১ এপ্রিল ২০২২ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর।

১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তি আবেদন প্রক্রিয়া শুরু ২০ এপ্রিল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে। সময়সূচি অনুযায়ী বিজনেস স্টাডিজ অনুষদভুক্ত গ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ০৩ জুন ২০২২ শুক্রবার, কলা অনুষদভুক্ত খ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ০৪ জুন ২০২২ শনিবার, বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ক-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ১০ জুন ২০২২ শুক্রবার, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ঘ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ১১ জুন ২০২২ শনিবার এবং চারুকলা অনুষদভুক্ত চ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা (সাধারণ জ্ঞান) ১৭ জুন ২০২২ শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তি পরীক্ষা ঢাকাসহ ৮টি বিভাগীয় শহরে অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ২০ এপ্রিল ২০২২ বুধবার থেকে অনলাইনের মাধ্যমে প্রার্থীদের ভর্তি পরীক্ষার আবেদন এবং ফি জমা দেওয়া শুরু হয়ে ১০ মে ২০২২ মঙ্গলবার পর্যন্ত চলবে। আগামী ১৬ মে ২০২২ সোমবার থেকে পরীক্ষা শুরুর ১ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র ডাউনলোড করা যাবে। গত ৭ এপ্রিল ২০২২ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সাধারণ ভর্তি কমিটির সভায় এইসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় ‘ক’, ‘খ’, ‘গ’ ও ‘ঘ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় ৬০ নম্বরের MCQ এবং ৪০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শুধুমাত্র ‘চ’ ইউনিটের পরীক্ষায় ৪০ নম্বরের MCQ এবং ৬০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ‘ক’, ‘খ’, ‘গ’ ও ‘ঘ’ ইউনিটের MCQ পরীক্ষার জন্য ৪৫ মিনিট এবং লিখিত পরীক্ষার জন্য ৪৫ মিনিট সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। ‘চ’ ইউনিটের MCQ পরীক্ষার জন্য ৩০ মিনিট এবং লিখিত পরীক্ষার জন্য ৬০ মিনিট সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। ভর্তিচ্ছ আবেদনকারীদের ন্যূনতম যোগ্যতা হিসেবে ২০১৬ থেকে ২০১৯ সন পর্যন্ত মাধ্যমিক/সমমান এবং ২০২১ সনের উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় (৪র্থ বিষয়সহ) ‘ক’ ইউনিটের জন্য মোট জিপিএ ৮ এবং আলাদাভাবে জিপিএ ৩.৫, ‘খ’ ইউনিটের জন্য মোট জিপিএ ৭.৫ এবং আলাদাভাবে জিপিএ ৩.০, ‘গ’ ইউনিটের জন্য মোট জিপিএ ৭.৫ এবং আলাদাভাবে জিপিএ ৩.৫, ‘ঘ’ ইউনিটের জন্য মোট জিপিএ ৭.৫ এবং আলাদাভাবে জিপিএ ৩.০ (তবে বিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য অর্থনীতি এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের বিজ্ঞান শাখা থেকে আগত প্রার্থীদের জন্য মোট জিপিএ ৮ এবং আলাদাভাবে ৩.৫ থাকতে হবে) এবং ‘চ’ ইউনিটের জন্য মোট জিপিএ ৬.৫ এবং আলাদাভাবে জিপিএ ৩.০ থাকতে হবে। ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশনা ও তথ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট <https://admission.eis.du.ac.bd>-এ দেখা যাবে।

‘বঙ্গবন্ধুর সম্প্রীতি দর্শন’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত



মুজিববর্ষ, মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার ফর বুদ্ধিস্ট হেরিটেজ এন্ড কালচারের উদ্যোগে ‘বঙ্গবন্ধুর সম্প্রীতি দর্শন’ শীর্ষক এক সেমিনার গত ২৩ মার্চ ২০২২ মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সেমিনারে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান প্রধান অতিথি এবং কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সম্প্রীতি বাংলাদেশের আহ্বায়ক, বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ও বীর মুক্তিযোদ্ধা পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া স্বাগত বক্তব্য দেন।

পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. নীরু বড়ুয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শাহাদাৎ বরণকারী এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, সম্প্রীতি হল এমন একটি মূল্যবোধ যা বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনাচারে এবং জীবনকর্মে গভীরভাবে ধারণ করতেন। বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ থেকে সম্প্রীতি, সহানুভূতিশীলতা ও ন্যায় নিষ্ঠার শিক্ষা নিয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণকর কাজ করার জন্য তিনি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান বলেন, সারা বিশ্বে বর্তমানে যে সংকীর্ণতা ও হানাহানি চলছে তা কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সম্প্রীতির দর্শন প্রাসঙ্গিক।

সপ্তাহব্যাপী ‘বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ’ শীর্ষক ভাস্কর্য প্রদর্শনী



স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে গত ১৮ মার্চ ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে ‘বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ’ শীর্ষক বিশেষ ভাস্কর্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অনুষদের ওসমান জামাল মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সপ্তাহব্যাপী এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেনের সভাপতিত্বে প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) রঞ্জিত কুমার দাস

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ভাস্কর্য বিভাগের চেয়ারপার্সন নাসিমা হক মিত্র অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যবৃন্দসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শাহাদাৎবরণকারী সকলের অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। মহান স্বাধীনতার মাসে এই প্রদর্শনী আয়োজন করায় তিনি আয়োজকসহ সংশ্লিষ্টদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যতগুলো শিল্পকর্ম সৃষ্টি করা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী, দৃশ্যমান ও সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ হলো ভাস্কর্য। মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে স্থাপিত ভাস্কর্যগুলোর ইতিহাস এবং সেগুলো যে বার্তা বহন করে তা সকলের কাছে পৌঁছে দিতে এই প্রদর্শনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য, এই প্রদর্শনীতে ৩৬টি ভাস্কর্য এবং ৬০টি ভাস্কর্যের আলোকচিত্র স্থান পেয়েছে। প্রদর্শনী চারুকলা অনুষদের জয়নুল গ্যালারি ও উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে গত ২৪ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত দর্শনাধীনে জন্য উন্মুক্ত ছিল। প্রদর্শনী প্রতিদিন দুপুর ১২টায় শুরু হয়ে রাত ৮টায় শেষ হয়।

শামসুন নাহার হলে মুজিব জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপিত



শামসুন নাহার হলে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে গত ১৫ মার্চ ২০২২ মুজিব জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আলোকচিত্র প্রদর্শনী ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এছাড়া, তিনি কবিতা আবৃত্তি, রচনা ও বঙ্গবন্ধুর কাছে খোলা চিঠি লেখা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার ও সনদ বিতরণ করেন। হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. লাফিফা জামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক শামসুন নাহার চাপা

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই জাতির মুক্তির জন্য প্রতিটি ধাপে মানবপ্রেম, দেশপ্রেম ও সর্বোচ্চ সততা নিয়ে কাজ করে গেছেন। জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সকল সংগ্রাম ও আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর সফল ও দূরদর্শী নেতৃত্বের ইতিহাস তুলে ধরে তিনি বলেন, তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে তরুণ প্রজন্মকে জানতে হবে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুশীলন ও ধারণ করে শিক্ষার্থীরা দেশকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

২৪জন গবেষকের পিএইচ.ডি. এবং ২৫জনের এম.ফিল ডিগ্রি অর্জন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) এন্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগের অধীনে আন্দালিব মাহমুদ, এ্যানি আভনীয়া বাইড, টুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধীনে নাজওয়া-আল-জান্নাত, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে মৌরান বড়ুয়া, এম. এ. মজিদ এবং সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে মো. আনোয়ার হোছাইন আকন্দ।

দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগের উদ্যোগে 'Post-COVID Japan: Economy, Politics, Society, Culture and Literature' শীর্ষক দু'দিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ১৮ মার্চ ২০২২ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে উদ্বোধন করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সম্মেলন উদ্বোধন করেন। জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান ড. আব্দুল্লাহ-আল-মামুনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত নাওকি ইতো বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান, দিল্লীস্থ জাপান ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক কোজি সাতো এবং জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. জাগাদীর আলম স্বাগত

বক্তব্য দেন। সহকারী অধ্যাপক শিবলী নোমান অনুষ্ঠান সম্বালন করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান কোভিড পরবর্তী জাপানের অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ে সম্মেলন আয়োজন করায় আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান। বাংলাদেশে কোভিড পরবর্তী বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই সম্মেলন সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। জাপানকে বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ উন্নয়ন সহযোগী দেশ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, দু'দেশের মধ্যে বিরাজমান শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরও জোরদার করতে হবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, চীন, ভারত, ফিলিপাইন, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মিয়ানমার, দক্ষিণ আফ্রিকা, উগান্ডা, ব্রাজিল এবং ফিলিস্তিনসহ বিশ্বের ১৫টি দেশের শিক্ষক ও গবেষকগণ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

‘জলবায়ু পরিবর্তন’ বিষয়ক সেমিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিজাস্টার সায়েন্স এন্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স বিভাগের উদ্যোগে গত ২৮ মার্চ ২০২২ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ‘Climate Change and Disaster Science & Technology in Decision Making’ শীর্ষক এক জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সভাপতিত্বে সেমিনারে ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এনামুর রহমান, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. জিল্লুর রহমান, সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস-এর নির্বাহী পরিচালক মালিক ফিদা এ খান এবং ডিজাস্টার সায়েন্স এন্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স বিভাগের চেয়ারম্যান মো. শাখাওয়াত হোসাইন বক্তব্য রাখেন। ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এনামুর রহমান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সকল শহিদ ও মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদের অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় রোল মডেল। অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, দুর্যোগ ও উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সকল প্রকার দুর্যোগ মোকাবেলা করে দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের বিকল্প নেই।

উপাচার্যের সাথে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধির সাক্ষাৎ



বাংলাদেশে নিযুক্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র প্রতিনিধি ড. বর্ধন জং রানা গত ৬ এপ্রিল ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ১৯৭২ সালে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের মানুষের স্বাস্থ্য সেবার মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অন্য অবদানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন,

কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালকও অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন। এই ভূমিকার জন্য উপাচার্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক টেড্রোস অ্যাধনম ঘেব্রেইয়েসাস-এর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদাপূর্ণ কোন বিশেষ অনুষ্ঠানে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর সদিচ্ছা ব্যক্ত করেন। এক্ষেত্রে তিনি ঢাকাস্থ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র প্রতিনিধির সহযোগিতা চান। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র সকল গাইডলাইন অনুসরণ করে বাংলাদেশে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলায় অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছেন বলেও উপাচার্য উল্লেখ করেন।

আন্তর্জাতিক গণিত দিবস পালিত



বাংলাদেশ গণিত সমিতির উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ এফ মুজিবুর রহমান গণিত ভবনে গত ১৪ মার্চ ২০২২ ওয় আন্তর্জাতিক গণিত দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে উদ্বোধনী র্যালি, কুইজ প্রতিযোগিতা, সেমিনারসহ দিনব্যাপী নানা আয়োজন করা হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে জাপানের রাষ্ট্রদূত মি. ইতো নাওকি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে ‘গণিত একত্রিত করে’। বাংলাদেশ গণিত সমিতির সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ

এবং বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস ছামাদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান সম্বালনা করেন বাংলাদেশ গণিত সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাবুল হাসান। রাষ্ট্রদূত মি. ইতো নাওকি বলেন, বর্তমান বিশ্বে সকল দেশেই গণিত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এদেশে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসহ সকলের মাঝে গণিতকে জনপ্রিয় করে তুলতে বাংলাদেশ গণিত সমিতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। জাপান বাংলাদেশের অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী বন্ধু দেশ উল্লেখ করে তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার প্রসার, দুই দেশের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থী বিনিময় ও যৌথ গবেষণা

পরিচালনায় জাপান সরকারের সার্বিক সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি করা হবে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ গণিত দিবসের কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের অভিনন্দন এবং আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, প্রকৌশল, প্রযুক্তি, বিজ্ঞানসহ নানা বিষয়ের সঙ্গে গণিত সম্পৃক্ত। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষ তথা এই উপমহাদেশ গণিত শাস্ত্রে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। দিবসটি উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল মতিন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. কে এম আরিফুল কবির প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এছাড়া কুইজ প্রতিযোগিতায় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ৩০জন বিজয়ীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে সকালে ক্যাম্পাসে এক বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল র্যালিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দিবসটির উদ্বোধন করেন। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে র্যালিতে অংশ নেন।

ঢাবি এবং জাপান দূতাবাস-এর মধ্যে অনুদান চুক্তি স্বাক্ষর



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাপান দূতাবাসের মধ্যে একটি অনুদান চুক্তি গত ২৭ মার্চ ২০২২ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষের দফতরে স্বাক্ষরিত হয়েছে। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং

বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত মি. ইতো নাওকি নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই অনুদান চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এসময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে জাপান দূতাবাসের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি মিজি মেগুমি শিমিযু, ঢাবি রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. এ বি এম রেজাউল করিম ফকির, ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আনহারুল আলম এবং ড. মো. মনির উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। এই অনুদান চুক্তি অনুসারে জাপান দূতাবাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে জাপানি ভাষা ও সংস্কৃতি প্রোগ্রাম-এর উন্নয়ন এবং শ্রেণিকক্ষ ও টিচার কক্ষ নির্মাণের জন্য ৮৯,১৪৩ (উনবিষই হাজার একশত তেতাল্লিশ) মার্কিন ডলার অনুদান প্রদান করবে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট-এর জাপানি ভাষা-শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের উন্নয়নে আর্থিক অনুদান প্রদান করায় জাপানের রাষ্ট্রদূত মি. ইতো নাওকিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, জাপানের এই অনুদানের ফলে আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা খুবই উপকৃত হবেন।

উপাচার্যের সাথে যুক্তরাজ্যের ওপেন ইউনিভার্সিটি প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ



যুক্তরাজ্যের ওপেন ইউনিভার্সিটির ডেপুটি এসোসিয়েট ডিন ড. টম পাওয়ারের নেতৃত্বে ২-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ৫ এপ্রিল ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধি দলের অপর সদস্য হলেন একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর ড. ক্রেয়ার হেজেস। এসময় ঢাবি শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. আবদুল হালিম, অধ্যাপক ড. এম আহিদুজ্জামান এবং অধ্যাপক মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট

বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন। এসময় তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং যুক্তরাজ্যের ওপেন ইউনিভার্সিটির মধ্যে চলমান যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। করোনা পরিস্থিতিতে স্মার্ট ডিভাইসের মাধ্যমে অনলাইনে চলমান শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম নিয়েও তাঁরা মত বিনিময় করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান যুক্তরাজ্যের ওপেন ইউনিভার্সিটির প্রতিনিধিদলকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদানের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিজাস্টার সায়েন্স এন্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স বিভাগের উদ্যোগে গত ২৮ মার্চ ২০২২ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ‘Climate Change and Disaster Science & Technology in Decision Making’ শীর্ষক এক জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সভাপতিত্বে সেমিনারে ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এনামুর রহমান, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

শামসুন নাহার হলে শিক্ষার্থীদের স্বর্ণপদক ও বৃত্তি প্রদান



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শামসুন নাহার হলে গত ২৩ মার্চ ২০২২ শামসুন নাহার মাহমুদ ফাউন্ডেশন স্বর্ণপদক ও বৃত্তি, প্রভোস্ট বৃত্তি এবং শিক্ষা সহায়তা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে স্বর্ণপদক, বৃত্তির চেক ও সনদ তুলে দেন।

হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. লাক্ষ্মী জামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে শামসুন নাহার মাহমুদ ফাউন্ডেশন বক্তৃতা প্রদান করেন হলের প্রাক্তন প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. শরিফা খাতুন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন হলের খণ্ডকালীন আবাসিক শিক্ষক ভদ্রেণ্ড রীটা। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, প্রক্টর ও অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন এবং দাতা ব্যক্তিদের প্রতি

কৃতজ্ঞতা জানান। নারী শিক্ষার অগ্রযাত্রায় শামসুন নাহার মাহমুদের অনবদ্য অবদান স্মরণ করে তিনি বলেন, স্বর্ণপদক ও বৃত্তি প্রদানের এই আয়োজন শিক্ষার্থীদের সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথে অনুপ্রেরণা যোগাবে। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বে উন্নয়নের মহাসড়কে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই উন্নয়নের প্রধান একটি চালিকাশক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে। এজন্য পড়াশুনার পাশাপাশি সহশিক্ষামূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থেকে সং, দক্ষ ও আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে গড়ে ওঠার জন্য উপাচার্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

এ বছর একজনকে স্বর্ণপদক, ২১ জনকে মেধাবৃত্তি, ১০ জনকে সাধারণ বৃত্তি এবং ১১ জনকে প্রভোস্ট বৃত্তি প্রদান করা হয়। এছাড়া, প্রথমবারের মত ১০ জন বিশিষ্ট দানশীল ব্যক্তির সহযোগিতায় দ্ব্যতক শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ১১ জন অসচ্ছল ও মেধাবী ছাত্রীকে শিক্ষা সহায়তা বৃত্তি প্রদান করা হয়।

সম্পাদক আবদুস সালাম স্মারক বক্তৃতা, আজীবন সম্মাননা ও বৃত্তি প্রদান



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে প্রতিষ্ঠিত ‘সম্পাদক আবদুস সালাম স্মারক ট্রাস্ট ফান্ড’-এর আওতায় আজীবন সম্মাননা, স্মারক বক্তৃতা ও বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান গত ৪ এপ্রিল ২০২২ অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আবুল মনসুর আহাম্মদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বিশিষ্ট সাংবাদিক মনজুরুল আহসান বুলবুল স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন। অধ্যাপক রোবায়ত ফেরদৌস অনুষ্ঠান সম্বলন করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, ‘সম্পাদক আবদুস সালাম স্মারক ট্রাস্ট ফান্ড’ গঠনের জন্য প্রয়াত সাংবাদিক এবিএম মুসা আর্থিক অনুদান দিয়েছিলেন। প্রয়াত এই দু’ সাংবাদিকের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি বলেন, মেধা, দক্ষতা, দেশপ্রেম ও অনন্য পেশাদারিত্বের কারণে তাঁরা ব্যক্তি পর্যায়ে থেকে প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন। সাংবাদিকতা জগতের এ দুই দিকপাল সমাজে মানবিক মূল্যবোধ ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে আজীবন কাজ করে গেছেন। তাঁদের জীবন ও কর্ম অনুসরণ করে সুনামগরিব হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের

প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শামসুল মজিদ হারুনকে আজীবন সম্মাননা প্রদান করা হয়। এছাড়া, বিভাগের ১১তম ব্যাচের ৫জন কৃতি শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন- মো. সোহাগ আলী, স্বপ্না পারভিন, মো. খোকন আলী, জোবায়ের আহমেদ এবং মো. আব্দুল মালেক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়-এর মধ্যে গত ১০ এপ্রিল ২০২২ এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের

হক উপস্থিত ছিলেন। এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ ও ভূতাত্ত্বিক গবেষণাসহ বিভিন্ন বিষয়ে যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এছাড়া, উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে গ্রন্থ, জার্নাল, প্রকাশনা এবং বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্ত বিনিময় করা হবে।



কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য লাউঞ্জে আয়োজিত এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জন্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। এর মাধ্যমে উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থী তথা সমগ্র জাতি উপকৃত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

৫ শিক্ষার্থীর নুরুল ইসলাম স্মারক বৃত্তি লাভ



পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষের বিভিন্ন বিভাগের ৫ জন শিক্ষার্থী ‘মো: নুরুল ইসলাম স্মারক ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি’ লাভ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ৫ এপ্রিল ২০২২ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন সেমিনার কক্ষে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৪র্থ শ্রেণি কর্মচারী সমিতির সভাপতি মোবারক হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক মো: আব্দুল হান্নান মিজি বক্তব্য রাখেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার অনুষ্ঠান সম্বলন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রয়াত মো. নুরুল ইসলামের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, তিনি ছিলেন সজ্জন, সদাহাস্যোজ্জ্বল, মিষ্টভাষী ও বিনয় চরিত্রের অসাধারণ একজন ব্যক্তিত্ব। তিনি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৪র্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। জাতীয় পর্যায়েও অনেক জায়গায় তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বৃত্তিপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়ে উপাচার্য বলেন, মনোযোগের সাথে লেখাপড়া করে শিক্ষার্থীদের সুনামগরিব হিসেবে গড়ে উঠতে হবে এবং দেশ ও জাতির কল্যাণ ও উন্নয়নে কাজ করতে হবে।

বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন- একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের বিবিএ ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী তানজিলা হোসেন, ফিন্যান্স বিভাগের বিবিএ ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী মো. জামিলুর রেজা ইফতি, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের বি.এস (সম্মান) ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ইসরাত জাহান, একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের বিবিএ ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী ফাহিমা আক্তার ফারিয়া এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বি.এস.এস. (সম্মান) ২য় বর্ষের শিক্ষার্থী মো. আরিফুর রহমান।

বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলে মুজিব জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপিত



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলে গত ৩০ মার্চ ২০২২ মুজিব জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে হল মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল। হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. নাজমুন নাহারের সভাপতিত্বে

অনুষ্ঠানে ঢাবি আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. জিল্লুর রহমান এবং ঢাবি শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান সম্বলন করেন হলের খণ্ডকালীন আবাসিক শিক্ষক মনিরা পারভীন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির ইতিহাসের মহানায়ক। বিশ্বের অসহায়, নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের আন্দোলন সংগ্রামের রোল মডেল তিনি। বাংলাদেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বারবার তাঁকে কারাবরণ করতে হয়েছিল। মানুষের মুক্তির জন্য সারাজীবন তিনি সংগ্রাম করে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করে ও তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ বাংলাদেশকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। আপসহীন মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ থেকে শিক্ষা নিয়ে সুযোগ্য ও দেশ প্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠে দেশের সেবা ও উন্নয়নে কাজ করার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।